প্রেস বিজ্ঞপ্তি: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

বাংলাদেশ: বিশেষ বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতন, হত্যাকান্ড

সাবেক ক্ষমতাসীন দল র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে নির্বাচনের সময় স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

নিউইর্য়ক, ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৬: বাংলাদেশে অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনে নিয়োজিত একটি বিশেষ বাহিনী দেশ জুড়ে ব্যাপক নির্যাতন ও হেফাজতে আটক ৩৫০ জনেরও বেশী মানুষের হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী, আজ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এ কথা বলেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আশঙ্কা করছে যে সাবেক ক্ষমতাসীন দলটি ২৩ জানুয়ারী, ২০০৭-এ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এই বাহিনীটিকে ব্যবহার করতে পারে।

"Judge, Jury, and Excutioner : Torture and Extrajudicial Killings by Bangladesh's Elite Security Force" ["হাকিম, হুকুম ও জল্লাদ : বাংলাদেশে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড"] শীর্ষক ৭৯-পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ২০০৪ সালে ক্রমবর্ধমান অপরাধ দমনে গঠিত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব, কর্তৃক হেফাজতে সন্দেহভাজন অপরাধীদের হত্যা করার প্রবণতা বর্ণনা করা হয়েছে। আঘাত, সন্দেহভাজনদের দেহে বৈদ্যুতিক ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র ও বৈদ্যুতিক শকের ব্যবহার র‍্যাবের নির্যাতন পদ্ধতির অংশ।

"বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন একটি সরকারী ডেথ স্কোয়াডে পরিণত হয়েছে", হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস এ মন্তব্য করেন। "এই বাহিনীর কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ন বেআইনী এবং বিশেষ করে যে দেশের একজন নাগরিক সদ্যই নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছেন সে দেশটির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ও গ্লানিকর"।

এমনকি বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারাও হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন যে সরকার এই বাহিনীটিকে সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে হত্যার ক্ষমতা দিয়েছে। শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শীর্ষ অপরাধীদের হত্যার উদ্দেশ্যে তৈরী একটি বিশেষ তালিকা সরকার র‍্যাবকে দিয়েছে।

র‍্যাবের কার্যকলাপের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন সরকারের (প্রতিবেদনে বর্ণিত আড়াই বৎসরে ক্ষমতায় আসীন) সাফাই মতে, এই বাহিনীর হাতে নিহত ব্যক্তিরা "শীর্ষ সন্ত্রাসী" বা "চিহ্নিত অপরাধী": গ্রেফতার এড়াতে গিয়ে অথবা র‍্যাব এবং কোন একটি অপরাধী চক্রের বন্দুকযুদ্ধের সময় "ক্রসফায়ারে" পড়ে নিহত হয়। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রায় এক বৎসর-ব্যাপী পরিচালিত এক তদন্তে র‍্যাব হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের প্রমান পেয়েছে, যাদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটে নির্যাতনের কারণে।

র‍্যাবের কার্য্যক্রমের ফলে "ক্রসফায়ার" শব্দটি এখন বাংলাদেশে ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ "হত্যা" বা "খুন"।

অক্টোবর মাসে মেয়াদপূর্তির পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার আগামী জানুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে বাংলাদেশের শাসনভার হস্তান্তর করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও র‍্যাব হেফাজতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সাল থেকে র‍্যাব পৈশাচিক আচরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে শঙ্কা ও ভীতির সঞ্চার ঘটায়। কালো উর্দি, কালো চশমা ও মাথায় কালো রুমাল পরিহিত র‍্যাব সদস্যরা প্রায়শই তাদের হাতে নিহতদের লাশ এমনভাবে রাস্তার উপর ফেলে রাখে যাতে পথচারী ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা দেখতে পায়।

র‍্যাবের হাতে নিহত অনেকেই রাজনৈতিক বা গোষ্ঠী স্বার্থের শিকার। অনেক হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মূখ্য ছিল। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে, র‍্যাব নির্যাতনের মাধ্যমে একজন জনপ্রিয় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের

হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শীকে হত্যা করে। আরেকটি ঘটনায় র‍্যাব সদস্যরা "ক্রসফায়ারে" বিরোধীদলের একজন কর্মীকে হত্যা করে যিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মামাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে জমিজমা সংক্রান্ত একটি বিরোধের ঘটনায় দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে কাজ করছিলেন। র‍্যাবের হাতে নিহত অনেকেই, প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

এখন পর্যন্ত হেফাজতে হত্যাকান্ড বা নির্যাতনের জন্য একজনও র‍্যাব সদস্যকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন নজির পাওয়া যায়নি। ক্রসফায়ারে মৃত্যুর এখন পর্যন্ত যে শাস্তিটির নজির রয়েছে তা হলো অসম্মানজনক অব্যাহতি, একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র।

"এখন পর্যন্ত একজন র‍্যাব সদস্যও এই হত্যাকান্ডগুলোর অপরাধে উপযুক্ত শাস্তি পায়নি। এটি বাংলাদেশের জন্য কালিমা", ব্র্যাড অ্যাডামস মন্তব্য করেন। "বাংলাদেশের আদালতে বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে এদের রক্ষা করা হচ্ছে"।

২০০৪ সালে র‍্যাব গঠনকারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার সমালোচনার জবাব দেন এই বলে যে অপরাধ ও সন্ত্রাস শক্ত হাতেই দমন করতে হয়। "অপরাধীদের কোন মানবাধিকার থাকতে পারেনা", র‍্যাবের এক বছর পুর্তিতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এ কথা বলেন।

"অপরাধ দমন অবশ্যই সরকারের দায়িত্ব", ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন। "কিন্তু কোন অবস্থাতেই একটি সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের অস্ত্র হিসেবে হত্যার আশ্রয় নিতে পারেনা"।

মূলত প্রকাশিত সংবাদ, স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে জুন ২০০৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত র‍্যাব কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকান্ডের একটি ডাটাবেজ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তৈরী করে। এ থেকে দেখা যায় ১ অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত র‍্যাব সারা দেশে, আড়াই বৎসরে, ৩৬৭ জনকে হত্যা করেছে -- গড়ে প্রতি মাসে ১৩ জনের বেশী। এরমধ্যে সর্বকনিষ্ঠ নিহতের বয়স ১৪ এবং সর্বজোষ্ঠ্য নিহতের বয়স ৬৫। সকল নিহতই পুরুষ । প্রতিবেদনটিতে কয়েকটি নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের ঘটনার বিশদ তদন্ত সংকলিত হয়েছে।

সমস্ত র‍্যাব হত্যাকান্ডের মধ্যে ৩২% ঢাকা বিভাগে ও তারপরেই ২৯% খুলনা বিভাগে সংঘটিত হয়। তবে জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসাবে খুলনা বিভাগেই র‍্যাব কর্তৃক হত্যাকান্ডের হার সবচেয়ে বেশী।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকারের মেয়াদ শেষ হয় এবং জানুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীন আহমেদ একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন। ৩১ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকার র‍্যাবের মহা পরিচালক পদে পরিবর্তন আনেন। পরবর্তী চার সপ্তাহে র‍্যাব ১৭ জনকে হত্যা করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও এর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উপর খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) -এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ উদ্বিগ্ন যে বিএনপি নির্বাচনের সময় র‍্যাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

৯ ডিসেম্বর ইয়াজউদ্দীন আহমেদ "নিরাপত্তার খাতিরে" সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ১৪-দলীয় বিরোধী জোট নির্বাচনী সংস্কারের দাবীতে আন্দোলন করছে। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, ভোটার তালিকা প্রণয়নেও বড় ধরনের জালিয়াতীর অভিযোগ আছে। নির্বাচন-পূর্ব প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ৪০টিরও বেশী প্রানহানি ঘটেছে।

অতীতে র‍্যাবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার পরেও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ না করার কথাই বলেছে। দলটি মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য অপরাধে লাগাম টেনে দিয়ে র‍্যাবকে নিয়ন্ত্রন করার ঘোষনা দিলেও, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এও বলেছেন র‍্যাবকে দূর্নীতি দমনে ব্যবহার করা হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মনে করে অস্ত্র-সজ্জিত ৮,৫০০ সদস্যের একটি আধা-সামরিক বাহিনী দূর্নীতি দমনের উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারেনা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে র‍্যাবের ব্যপারে ভবিষ্যতে তাদের নীতি কি হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অফিসারদেও জবাবদিহিতা তারা কিভাবে নিশ্চিত করবে তা জানানোর আহবান জানিয়েছে।

“নির্বাচনে যে দলই বিজয়ী হোক না কেন, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-এর আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে অন্যথায় এই বাহিনীটির কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে”, ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহকে সুপারিশ করা হয়েছে, র‍্যাব ও পুলিশ বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করার ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ না নিলে এবং নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সদস্যদের শাস্তি প্রদান না করলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্য প্রদত্ত সকল অর্থনৈতিক, বস্তুগত ও অন্যবিধ সাহায্য বন্ধ রাখতে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে যেন বাংলাদেশ থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী সেনা ও পুলিশ সদস্য যারা ইতিমধ্যে র‍্যাবের সদস্য হিসেবে কাজ করেছে তারা কখনোই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ছিল না।

"Judge, Jury, and Excutioner : Torture and Extrajudicial Killings by Bangladesh's Elite Security Force" সম্পূর্ন প্রতিবেদনটি ইন্টারনেটেঃ
http://hrw.org/reports/2006/bangladesh1206